لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك

সম্পূর্ণ দালাল ও মধ্যস্বত্ত্বভোগী মুক্ত হজ্জ এজেন্সী

- পবিত্র হজ্জ
- উমরাহ
- প্যাকেজ ট্যুর
- যিয়ারাহ
- এয়ার টিকেটিং

হজ্জ প্যাকেজ -২০২৫

পবিত্র হজ্জের সফরে আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু

আল-কুতুব হজ্জ ট্রাভেল্স

AL-QUTUB HAJJ TRAVELS القطب حج ترابلس

Hajj License No. 0671, Saudi Monazzim No. 5183

সকল কার্যক্রম সরাসরি তত্ত্বাবধান করেন এজেন্সীর স্বত্ত্বাধীকারী

খাদেমুল মিল্লাত হাবিবুল্লাহ মুহাম্মদ কুতুবুদ্দীন ইসলামপুরী

এম.এম (তাফসীর) ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট, এম. এম (হাদিস) ফার্স্ট ক্লাশ সেভেন্থ, এম. এম (তাকমীল) ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট
এম. এ ফার্স্ট ক্লাশ, আরবি ভাষার বিশেষ কোর্স: কিং সউদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সৌদি আরব

imo WhatsApp Telegram **+8801738246402**

Ga- 4/1, Haji Bhabon, Makkah Goli, Shahjadpur Eidgah Mosjid Road
Gulshan, Dhaka-1212, E-mail: humqutub@gmail.com

Office : +880163114539, +8801301884262, +8801673637138

Saudi Mobile : +966561913324

www.alqutubhajj.com

B প্যাকেজ (শিফটিং)

প্যাকেজের মেয়াদ ও যাওয়া-আসার সম্ভাব্য তারিখ : প্যাকেজের মেয়াদ ৩৫-৪০ দিন। সর্বশেষ ফ্লাইটের ১/২ দিন আগে যাওয়া এবং সর্বশেষ রিটার্ণ ফ্লাইটের ১/২ দিন আগে আসা।
এই প্যাকেজে মক্কায় দুইটি হোটেলে থাকতে হবে। একটি হারাম শরীফ হতে সর্বোচ্চ ১০০০ মিটারের মধ্যে হোটেল, অপরটি হারাম শরীফ হতে ৩-৪ কি.মি দূরে হোটেল/বাড়ী।

প্রথমে আজিজিয়া/কাকিয়া/শাউকিয়া যার দূরত্ব হারাম শরীফ হতে ৩/৪ কি.মি. এখানে হজ্জের মূল কাজ শুরু হওয়ার আগে ২-৪ দিন এবং হজ্জের কাজ শেষে অর্থাৎ আরবি মাসের ১২ তারিখ হতে আরবি ১৪ তারিখ পর্যন্ত ৩ দিন থাকতে হবে। এসময় হারামে যাতায়াতের জন্য বাস দেয়া হবে। আরবি জিলহজ্জ মাসের ৭ তারিখ হতে ১২ তারিখ পর্যন্ত মিনা-আরাফাহ-মুযদালিফায় হজ্জের মূল কাজের জন্য অবস্থান করতে হবে।

জিলহজ্জ মাসের ১৫ তারিখ দিনে বা রাতে হারাম শরীফের কাছে সর্বোচ্চ ১০০০ মিটারের মধ্যে হোটেলে আনা হবে। এই হোটেলে ১৮-২২ দিন অবস্থান করবেন। হোটেল পরিবর্তনের সময় মালামাল ও হজ্জযাত্রী স্থানান্তর এজেন্সীর ব্যবস্থাপনায় করা হবে।

মদিনা শরীফ গমন : হারামের কাছের হোটেলে ১৮-২২ দিন অবস্থানের পর মদিনা শরীফ গমন এবং মদিনা শরীফে ৮-৯ দিন অবস্থান। মদিনা শরীফের হোটেল মসজিদের নববীর চত্বর হতে সর্বোচ্চ ১০০০ মিটার দূরে অবস্থিত।

মক্কা-মদিনা রুমের সুবিধাসমূহ : লিফট সুবিধাসহ প্রতি রুমে ৫-৬ জন, সিঙ্গেল খাট, বালিশ, ম্যাট্রেস, কম্বল, এটাস্ট/কমন বাথরুম, ঠান্ডা-গরম পানি ও প্রতি রুমে ফ্রিজ রয়েছে।

তিনবেলা খাবার : সকালে পরোটা/সৌদি বেকারীর রুটি, ডাল/ভাজি/হালুয়া/খিচুরী, দুপুর ও রাতে : ভাত, ভর্তা/সবজি, মাছ/গোশত ও ডাল। প্রতি বেলায় খাবারে বৈচিত্র থাকবে। বাঙ্গালী নিজস্ব বাবুর্চি দ্বারা খানা পাকানো হয়।

মিনা-আরাফাতের তাবু: মিনা-আরাফাতে ৫ নম্বর গ্রীন জোনে D ক্যাটাগরির তাবুর খরচ প্যাকেজে অর্ন্তভূক্ত। কেউ A বা B ক্যাটাগরীর তাবু নিতে চাইলে আলোচনা সাপেক্ষে D ক্যাটাগরির অতিরিক্ত খরচ বহন করতে হবে এবং তা প্রাথমিক নিবন্ধনের আগেই জানাতে হবে।

B প্যাকেজ (নন শিফটিং)

নন শিফটিং প্যাকেজে মক্কায় আবাসন হারাম শরীফ হতে ১২০০-১৫০০ মিটার, মদিনা শরীফে মসজিদে নববী হতে সর্বোচ্চ ১০০০ মিটার দূরত্বে হোটেল/বাসা হবে। মক্কা/মদিনা শরীফে হোটেল/বাসা পরিবর্তন করতে হবে না। অন্যান্য সকল সুযোগ সুবিধা শিফটিং প্যাকেজের মত।
প্যাকেজের সুযোগ-সুবিধা আরো বিস্তারিত জানতে বা বুঝতে আগ্রহীদেরকে প্যাকেজ নির্ধারণের আগে সরাসরি বুঝে নেয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

ডাবল সীটের রুম : জনপ্রতি ৫,৮০,০০০/- টাকা, ট্রিপল সীটের রুম : ৫,৬৫,০০০/- টাকা।

আজিজিয়া/কাকিয়ার বাড়ীতে ডাবল/ট্রিপল সীটের রুম দেয়া যাবে না।

প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পেতে লিখিত বিস্তারিত প্যাকেজ বিবরণী পড়ে বুঝে ফাইনাল নিবন্ধন করবেন। সংক্ষিপ্ত লিখিত প্যাকেজ ও মৌখিক কথার উপর ভিত্তি করে পবিত্র হজ্জে গেলে প্রতারণার আশংকা প্রবল। ঝগড়া হজ্জ নষ্ট করে। হজ্জে যাওয়ার আগেই ঝগড়ার সকল উপকরণ বন্ধ করে যাবেন। এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকবেন।

প্যাকেজ খরচ

৫,২৩,১৫৬/-

পাঁচ লক্ষ তেইশ হাজার একশত ছাপ্পান্ন টাকা।

সকল প্যাকেজের জন্য প্রযোজ্য

মিনায় অবস্থানকালীন খাবার : জিলহজ্জ মাসের ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন তিনবেলা খাবার মিনা ও আরাফাতের তাবুতে সরবরাহ করা হবে। এ সময় কেউ বাসায় গেলে বা অন্য কোথাও থাকলে তিনি নিজ দায়িত্বে ও নিজ খরচে খাবার খাবেন। মুযদালিফার রাতে কোন খাবার সরবরাহ করা হবে না। যাতায়াতের পথে এজেন্সী কোন খাবার সরবরাহ করবে না।

এয়ারলাইন্স এবং খুবই জরুরী বিষয় : সরকার অনুমোদিত যে কোন এয়ারলাইন্সে টিকেট করা হবে। সকল প্যাকেজে ইকোনমি ক্লাশের এয়ারটিকেট দেয়া হবে। টিকেট বিতরণে সরকার বা এয়ারলাইন্স কর্তৃক কোন নিয়ম করা হলে তা প্রযোজ্য হবে। টিকেট প্রাপ্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে মক্কা-মদিনার বাড়ী ভাড়া করা হবে। সে ক্ষেত্রে শর্ট প্যাকেজের যাত্রী ছাড়া অন্য কেউ এয়ারলাইন্সের নির্ধারিত তারিখ পরিবর্তন করে শর্ট করতে চাইলে নিজ খরচে নিজ দায়িত্বে করবেন। এজেন্সী সহযোগিতা করবে।

গাইড : প্রতি ৪৫ জন হজ্জযাত্রীর জন্য একজন দক্ষ, অভিজ্ঞ, মুত্তাকী আলেম গাইড সার্বক্ষণিক তদারকী করবেন। পুরো সফরে ইনশাআল্লাহ এজেন্সীর মালিক হজ্জযাত্রীদের সাথে থেকে সরাসরি সকল কার্যক্রম তদারকী করবেন।

প্রশিক্ষণ ও ব্রিফিং : প্রত্যেক হজ্জযাত্রীকে এজেন্সী আয়োজিত ও সরকারী ভাবে আয়োজিত হজ্জ প্রশিক্ষণে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে। পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে হজ্জযাত্রীদের কল্যাণে প্রতি বছর বাংলাদেশ ও সৌদি সরকারের নিয়ম-কানুন কিছু না কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকে। কেউ আগে হজ্জ করেছেন, অনেকবার করেছেন, অনেক অভিজ্ঞতা আছে-এসব অজুহাতে প্রশিক্ষণে অনুপস্থিত থাকতে পারবেন না। হজ্জের মূলকাজ শুরুর সময় প্রতিটি ইভেন্টের আগে মিনা-আরাফাত ও মক্কা শরীফ এবং মদিনা শরীফে প্রয়োজনীয় ব্রিফিং প্রোগ্রামে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে।

ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পরিদর্শন বা যিয়ারাহ : মক্কা-মদিনার ঐতিহাসিক স্থান সমূহ এজেন্সী নিজ খরচে উন্নত মানের এসি বাসে করে দেখানোর ব্যবস্থা করবে। ইনশাআল্লাহ অভিজ্ঞ আলেম গাইড সাথে থেকে প্রতিটি স্থানের সঠিক ইতিহাস, করণীয়-বর্জনীয় বিষয়ে আপনাদেরকে অবহিত করবেন।

দূরের যিয়ারাহ : সৌদি সরকারের বিধি-নিষেধ না থাকলে তায়েফ, জেদ্দা, আরব সাগর, বদর, মদিনার জ্বীন পাহাড় ইত্যাদি স্থানের যিয়ারাহ করতে চাইলে প্রত্যেক হজ্জযাত্রী নিজ খরচে করবেন। এজেন্সী প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে।

মালামাল পরিবহন: এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ, সৌদি সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের বিধি মোতাবেক প্রত্যেক হজ্জযাত্রী মালামাল পরিবহন করবেন। বাংলাদেশ সরকার ও সৌদি সরকারের আইন বিরোধী কোন মালামাল নিলে তার দায়-ভার সংশ্লিষ্ট হজ্জযাত্রী বহন করবেন। অতিরিক্ত মালামালের জন্য বিমানে ওভারওয়েট চার্জ হজ্জযাত্রীগণ বহণ করবেন। মালামাল লোড-আনলোডের সময় লেবার ও ড্রাইভারদের বখশিশ (যদি প্রয়োজন হয়) হজ্জযাত্রী বহন করবেন।

ট্রান্সপোর্ট : জেদ্দা হতে মক্কা, মক্কা হতে মদিনা, মদিনা হতে জেদ্দা বা মক্কা বা মদিনা এয়ারপোর্ট যাতায়াতের জন্য সিটিং সার্ভিস এসি বাস থাকবে।

মিনা-আরাফাতের তাবু: মিনা-আরাফাতের তাবুতে সকল প্যাকেজের হাজীগণ একই ধরণের তাবুতে অবস্থান করবেন। বাংলাদেশের ৯৫% হজ্জযাত্রীর তাবু এই ক্যাটাগরির। ৫ নম্বর গ্রীন জোনে ডি ক্যাটাগরীর অধিকাংশ তাবু মিনা এক্সটেনশনে থাকে। এই ক্যাটাগরীর তাবু জামারাত হতে দূরে হলেও মুযদালিফা হতে কাছে হয়। শীর্শার হোটেলের প্যাকেজ যারা নিয়েছেন জামারাতের কাছে তাদের হোটেল থাকায় কংকর নিক্ষেপ করে তারা হোটেলে চলে যেতে পারবেন। বিশ্রাম নিয়ে রাতে তাবুতে ফিরতে পারবেন। খরচ একটু বেশী হলেও শীর্শার প্যাকেজ নেয়া হজ্জের কাজের জন্য খুবই সুবিধাজনক। যারা শির্শার প্যাকেজ নিবেন না, তাদেরকে জামারাতে পাথর নিক্ষেপ করে আবার মিনার তাবুতে ফিরে যেতে হবে। মিনা-আরাফাতের তাবুর প্রকৃত অবস্থান হজ্জের ৩/৪ দিন আগে নিশ্চিত হওয়া যায়। তাই আমাদের তাবু জামারাত হতে কতটুকু দূরে হবে তা আগে জানানো সম্ভব নয়। মিনা-আরাফাতের তাবু বরাদ্দ, যাতায়াতের বাস, তাবুতে খাবার, জায়গা বরাদ্দ, ম্যাট্রেস, বালিশ, চাদর, এসব স্থানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা সব কিছু সৌদি সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয় ও সৌদি সরকারের নিয়োগকৃত সৌদি সংস্থা বা মুয়াল্লিমগণ করে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার বা এজেন্সীর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এজেন্সী এসব স্থানের সেবাগুলো নিশ্চিত করার জন্য আপ্রাণ ও সর্বাত্মক চেষ্টা করবে এবং বাংলাদেশ হজ্জ মিশনের সাথে এবং সৌদি মুয়াল্লিমের সাথে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবে।

সকল প্যাকেজের জন্য প্রযোজ্য

খাবারের বিষয়ে বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়

সকালের নাস্তা পরোটা/সৌদি বেকারীর রুটি, সবজি/ডাল/হালুয়া বা ভুনা খিচুরী দেয়া হবে। দুপুর এবং রাতে ভাতের সাথে রুই, কাতলা, চিংড়ী, সরপুটি, শিং, কাচকি মাছ হতে যে কোন একপ্রকারের মাছ, ডিম, গরু, খাসি ও ফার্ম/লেয়ার মুরগীর গোশতের মধ্য হতে একপ্রকারের গোশত দেয়া হবে। প্রতিদিন খাবারে বৈচিত্র থাকবে। খাসির গোশত ও মুরগীর গোশত ছাড়া বাকী সব ফ্রিজাপ করা মাছ বা গোশত। প্রতিদিনের খাবারের মেনু ইনশাআল্লাহ আগেই অবহিত করা হবে। খাবার রুমে দেয়া হবে। তবে হোটেল কর্তৃপক্ষ রুমে খাবারের অনুমতি না দিলে হোটেলের নির্ধারিত ফ্লোরে/ রেস্টুরেন্ট হতে খাবার এনে তাদের নিয়মমত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খাবার খেতে হবে। স্পেশাল প্যাকেজের হজ্জযাত্রীগণের জন্য ফাইভ স্টার, ফোরস্টার হোটেলগুলোতে এজেন্সীর লোকদের খানা নিয়ে অনেক সময় প্রবেশ করতে দেয় না। হাজীগণ নিজ নিজ খাবার নিয়ে প্রবেশ করতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে আমরা কাছাকাছি একটি হোটেল ঠিক করে দিব। সেখান থেকে খাবার এনে খেতে হবে অথবা খাবারের জন্য নির্ধারিত রিয়াল ফেরত দেয়া হবে।

এজেন্সীর পরিবেশিত খাবার কারো পছন্দ না হলে বা খাবার দিতে আইনগত কোন প্রতিবন্ধকতা তৈরি হলে মক্কা-মদিনায় খাবারের জন্য রিয়াল দেয়া হবে। বি প্যাকেজের জন্য প্রতিদিন ২২ রিয়াল, এ প্যাকেজের জন্য প্রতিদিন ২৫ রিয়াল, স্পেশাল প্যাকেজের জন্য প্রতিদিন ৩৫ রিয়াল হিসেবে প্যাকেজে অর্ন্তভূক্ত আছে। হজ্জের পাঁচ দিন মিনা-আরাফাতে খানা কেউ না খেলেও টাকা ফেরত দেয়া হবে না। কারণ মিনা-আরাফাতে খাবার গ্রহণ না করার কোন অপশন নেই। এই পাঁচদিনের খানার টাকা সৌদি সরকার কর্তৃক নিয়ুক্ত মুয়াল্লিমকে পরিশোধ করা বাধ্যতামুলক। মিনা-আরাফাতে খাবার কিনে খাওয়ার কোন সুযোগ নেই। শিফটিং প্যাকেজে দূরের হোটেলে অবস্থানকালীন খাবারের পানি সরবরাহ করা হবে। হারামের কাছের হোটেলে আসার পর এবং মদিনায় প্রথম দিন খাবারের পানি দেয়া হবে। পরবর্তীতে হজ্জযাত্রীগণ যমযমের পানি নিজ দায়িত্বে এনে খাবেন অথবা নিজ খরচে কিনে খাবেন।

ইউনিফর্ম : হজ্জের সফরে প্রত্যেক হজ্জযাত্রীর জন্য আমাদের ইউনিফর্ম ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। পুরষগণ এহরামের কাপড়ের উপরে পরিধান করার জন্য নির্ধারিত রংয়ের সেলাই বিহীন একটি ইউনিফর্ম এজেন্সী প্রদান করবে। নির্ধারিত রংয়ের একটি পাঞ্জাবী প্রত্যেক হজ্জযাত্রীকে নিজ খরচে বানিয়ে নিতে হবে। মহিলাদের ১টি ইউনিফর্ম এজেন্সী সবরবরাহ করবে। পুরুষদের পাঞ্জাবীর কালার সেম্পল হজ্জের সফরের আগে প্রদান করা হবে। অতিরিক্ত ইউনিফর্ম প্রয়োজন হলে পুরুষদের জন্য ২০০/- টাকা ও মহিলাদের জন্য ১০০০/- টাকা পরিশোধ করে সংগ্রহ করা যাবে।

ঔষধ ও চিকিৎসা: ডায়াবেটিকস, হাইপ্রেসার, হার্ড, গ্যাস্টিক ইত্যাদি বা যে কোন রোগের জন্য যারা নিয়মিত ঔষধ সেবন করেন তাদের ৪৫ দিনের ঔষধ সনদপ্রাপ্ত ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনসহ বড় ল্যাগেজে বুকিং দিয়ে সাথে নিতে হবে। তিন দিনের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ সাথে রাখতে হবে। ঔষধ বেশী হলে লাগেজের বিভিন্ন জায়গায় ভাগ ভাগ করে ঔষধ রাখতে হবে। আল্লাহর রহমতে যাদের কোন অসুখ নেই তারা ঠান্ডা, কাশি, জ্বর, শরীর ব্যাথা, ডিসেন্ট্রি, পাতলা পায়খানা ইত্যাদির জন্য কিছু ঔষধ ও খাবার স্যালাইন সাথে নিবেন। আল্লাহ না করুন-মক্কা-মদিনায় গিয়ে বড় ধরণের কোন অসুখ-বিসুখ হলে সেখানে ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

সকল প্যাকেজের জন্য অতীব জরুরী বিষয়

(১) হজ্জ প্যাকেজ ঘোষণার পর বা যে কোন সময় বাংলাদেশ সরকার ও সৌদি সরকার কর্তৃক যে কোন ধরণের আইন, নিয়ম-বিধি এজেন্সী এবং সকল হজ্জযাত্রী মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

(২) প্যাকেজে ঘোষিত রিয়ালের মূল্য (৩২.৫০ টাকা) যদি বৃদ্ধি পায় বা প্যাকেজে উল্লেখ নেই এমন কোন খরচ, নতুন কোন চার্জ আরোপিত হলে তা হজ্জযাত্রী বহন করবেন। সরকার কর্তৃক কোন খরচ কমানো হলে তার সুবিধাও হজ্জযাত্রীগণ পাবেন।

(৩) দূরের হজ্জযাত্রীদের ফ্লাইটের একদিন আগে আশকোনা হজ্জক্যাম্পে আসতে হবে। আশকোনা হজ্জক্যাম্পে থাকার ব্যবস্থা করা হবে। হজ্জ ক্যাম্পে অবস্থানকালীন প্রতিদিনের জন্য জনপ্রতি তিনবেলা মধ্যম মানের খাবারের জন্য ৫০০ টাকা প্রদান করা হবে। ঢাকা ও পাশ্ববর্তি জেলার হাজীগণ সরকার বা এয়ারলাইন্স নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঢাকা এয়ারপোর্টে বা আশকোনা হাজী ক্যাম্পে আসতে হবে। ইমিগ্রেশনে সময় বেশী লাগলে সে জন্য এজেন্সী দায়ী নয়।

(৪) পাসপোর্টের ত্রুটি, আইনগত জটিলতার জন্য ভিসা না হলে বা সরকারী কোন বিধি-নিষেধের ফলে কাউকে দেশত্যাগে বিরত রাখা হলে এর দায়ভার এজেন্সী বহন করবে না।

(৫) প্যাকেজে উল্লেখ নেই এমন কোন সেবা প্রয়োজন হলে সম্ভবমত এজেন্সী তার ব্যবস্থা করে দিবে। তবে এ বাবদ যাবতীয় খরচ সংশ্লিষ্ট হজ্জযাত্রী বহন করবেন।

(৬) আবাসিক সীট বন্টন, ফ্লাইট নির্ধারণ ইত্যাদি এজেন্সীর দায়িত্বে করা হবে। যাকে যার সাথে দেয়া হবে তিনি তার সাথেই থাকবেন। মক্কা-মদিনার রুম সেটিং ভিন্ন ভিন্ন হবে। কোন অজুহাতে কেউ কারো সাথে থাকব না বলে দাবী করতে পারবেন না। মক্কা-মদিনার প্রতিটি রুমে এসি আছে। কেউ এসি ব্যবহার করতে না পারলে আগেই জানিয়ে পৃথক রুম নিবেন। কেউ পৃথক রুম চাইলে বা অন্য কোন সার্ভিস চাইলে আগেই সেভাবে বলে বুকিং দিতে হবে।

জটিল রোগে আক্রান্ত বা হজ্জের কাজ করতে অক্ষম কেউ নিজের অবস্থা গোপন করে হজ্জের নিবন্ধন করবেন না।

(৭) ল্যাগেজ বুকিং দেয়া এবং সংগ্রহ করা হজ্জযাত্রীর দায়িত্বে করবেন। ল্যাগেজ হারিয়ে গেলে এজেন্সীকে দায়ী করা যাবে না। ল্যাগেজ খুঁজে বের করার জন্য এজেন্সী সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে।

(৮) বাড়ী ভাড়া, মক্কা হতে মদিনায় আগমনে বাস প্রাপ্তি ও ফ্লাইট জটিলতার দরুন অনেক সময় মদিনায় ৪০ ওয়াক্ত নামায পূর্ণ করা সম্ভব হয় না। বাস্তব কারণে মদিনায় ৪০ ওয়াক্ত নামায পূর্ণ না হলে এজেন্সী দায়ী থাকবে না।

(৯) হজ্জ গাইডের দায়িত্ব হজ্জযাত্রীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দান, রাস্তা চিনিয়ে দেয়া, হজ্জ-উমরার সময় দোয়া-কালাম পড়িয়ে দেয়া, করণীয়-বর্জণীয় বিষয় অবহিত করা, অসুখ-বিসুখ হলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। কারো মালামাল বহন করা হজ্জ গাইডের দায়িত্ব নয়।

যে সব খরচ প্যাকেজে অর্ন্তভূক্ত নয়

(১) দমে শুকুর বা কুরবানী (২) বাংলাদেশে স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা মেডিকেল চেকআপ খরচ, প্রয়োজনীয় টিকা গ্রহণের যাতায়াত খরচ ও বায়োমেটিক ফিংগারিং যাতায়াত খরচ (৩) ঢাকা-জেদ্দা-মক্কা-মদিনায় যাতায়াতের পথে খাবার (৪) ড্রাইভার, লেবার বখসিস (৫) মিনায় অবস্থানকালীন মক্কা/বাসায় যাতায়াত ও খাওয়া খরচ (যদি কারো প্রয়োজন হয়) (৬) নফল উমরা করার যাতায়াত খরচ (যদি প্রয়োজন হয়) (৭) তায়েফ, জেদ্দা, বদর, জীন পাহাড় ইত্যাদি ভ্রমণ খরচ (যদি কেউ যেতে চান) (৮) হুইল চেয়ার (যদি প্রয়োজন হয়) (০৯) হজ্জ বা উমরার পর মাথা মুন্ডন খরচ। (১০) প্যাকেজ উল্লেখ নেই এমন কোন খরচ।

যে সব সামগ্রী এজেন্সী সরবরাহ করবে

(১) নির্ধারিত মাপের ওয়ানটাইম ব্যবহার উপযোগী ট্রলিক্যাস-যার রং, ডিজাইন ও কোয়ালিটি এজেন্সী নির্ধারণ করবে (২) পাসপোর্টের ছোট ব্যাগ (৩) জুতার ব্যাগ (৪) পুরুষের ইহরামের সময় পরিধান করার জন্য একটি ইউনিফর্ম (৫) মহিলাদের ইউনিফর্ম বা হিজাব (৬) মুযদালিফায় কংকর কুড়ানোর ব্যাগ (৭) সাত চক্করের তাসবীহ। এগুলোর কোনটি কেউ গ্রহণ না করলে এ বাবদ কোন টাকা ফেরত দেয়া হবে না।

পবিত্র হজ্জের টাকা এজেন্সীতে জমা দেয়ার নিয়ম

সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্যাকেজের সম্পূর্ণ টাকা এজেন্সীর অনলাইন ব্যাংক একাউন্টে সরাসরি অথবা ক্রস চেকের মাধ্যমে অথবা মালিকের স্বাক্ষরিত পাকা রশিদের মাধ্যমে এজেন্সীতে জমা দিতে হবে। টাকা জমা দেয়ার ব্যাংক স্লিপ এবং মালিকের স্বাক্ষরিত পাকা রশিদ অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে। হিসাবে কোন সমস্যা হলে ব্যাংক স্লিপ এবং পাকা রশিদ প্রদর্শনের মাধ্যমে হিসাব চূড়ান্ত করা হবে। এজেন্সীর ব্যাংক একাউন্ট বা পাকা রশিদ ব্যতিত কারো হাতে নগদ টাকার লেন-দেন করলে তার কোন দায়-দায়িত্ব এজেন্সী বহন করবে না। টাকা বকেয়ার কারণে কারো নিবন্ধন বাতিল হলে, ভিসা না হলে বা টিকেট কেনসেল হলে বা গ্রুপ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সে জন্য কোনক্রমেই এজেন্সীকে দায়ী করা যাবে না। যিনি যে প্যাকেজে হজ্জে গমন করতে চান- সেই প্যাকেজের মোট খরচ হতে প্রাক নিবন্ধন, নিবন্ধন বাবদ পূর্বে যা জমা দিয়েছেন সেটি বাদ দিয়ে অবশিষ্ট টাকা জমা দিবেন।

পবিত্র হজ্জের সফরে আল্লাহর মেহমানদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলো যথাযথভাবে পূর্ণ করার স্বার্থে প্যাকেজের সমূদয় টাকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এজেন্সীর একাউন্টে জমা দেয়ার জন্য করজোড় বিনীত অনুরোধ রইল।

এজেন্সীর অনলাইন ব্যাংক একাউন্ট

(বাংলাদেশের যে কোন শাখা থেকে সরাসরি টাকা জমা দিতে পারবেন)

একাউন্ট শিরোনাম: আল-কুতুব হজ্জ ট্রাভেল্স/AL-QUTUB HAJJ TRAVELS

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, গুলশান কর্পোরেট শাখা

চলতি হিসাব নং- ২০৫০১৭৭০১০০৩৮৪২০০, রাউটিং নম্বর : ১২৫২৬১৭২৪

সোনালী ব্যাংক লিঃ, গুলশান কর্পোরেট শাখা

চলতি হিসাব নং- ০০১১৫৬৩৩০০৭৯৪৭

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, প্রগতি স্বরণি শাখা, ঢাকা

হিসাব নং- ৪০১৯১৩১০০০০০১৪৩, রাউটিং নম্বর : ১৯০২৬০৭১৮

অনলাইনে টাকা জমা দিলে এজেন্সীর মোবাইল ০১৬৩১১৪৫৫৩৯ নম্বরে হজ্জযাত্রীর নাম, ব্যাংক,শাখা ও টাকার পরিমাণ লিখে ম্যাসেজ অথবা জমা স্লিপের ছবি ওয়াটস্যাপ, ইমুতে দিতে হবে।

আলোচনা সাপেক্ষে স্পেশাল, ভিআইপি ও শর্ট প্যাকেজের ব্যবস্থা আছে।